দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 24 MAY 1999 ...
পৃষ্ঠা ...... কলাম ....

অ্যাফিলিয়েটিং ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হচ্ছে

রিয়াজ চৌধুরী

মাদ্রাসা শিক্ষার সার্বিক মানোন্নয়ন ও প্রশাসনিক কার্যক্রমে সুশৃংখলতা আনার লক্ষ্যে একটি অ্যাফিলিয়েটিং ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করবে সরকার। মাদ্রাসা শিক্ষার উচ্চ অর্থাৎ ফাজিল ও কামিল পর্যায়ে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক অনুমোদন, শিক্ষাঙ্গনগুলোর তদারকি ও পরিবীক্ষণ এবং পরীক্ষা-পরিচালনাসহ সার্বিক তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব থাকবে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর।

মাদ্রাসা শিক্ষার সার্বিক তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব থাকবে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর

শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদের সাথে গতকাল আলাপকালে এসব কথা জানা গেছে। শিক্ষামন্ত্রী নাহিদ ইনকিলাবকে বলেন, শিক্ষা নীতিতে মাদ্রাসা শিক্ষা নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি অ্যাফিলিয়েটিং ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিষয়টি আছে। ইতোমধ্যে শিক্ষানীতি চূড়ান্ত করে তা প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন নিয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে পাঠানো হয়েছে। আগামী ৩১ মে সোমবার শিক্ষানীতি মন্ত্রিপরিষদ সভায় উঠতে পারে বলেও জানান তিনি। শিক্ষামন্ত্রী নাহিদ বলেন, শিক্ষানীতিতে যেসব বিষয় রয়েছে সেগুলো একদিনে বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। ধাপে ধাপে সময় নিয়ে শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন করা হবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও মাদ্রাসা সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, মাদ্রাসা শিক্ষার উচ্চ অর্থাৎ ফাজিল ও কামিল পর্যায়ে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক অনুমোদন, শিক্ষাঙ্গনগুলোর তদারকি ও পরিবীক্ষণ এবং পরীক্ষা-পরিচালনাসহ সার্বিক তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব বর্তমানে কুষ্টিয়া ইসলামী

পৃঃ ১৫ কঃ ৩

ইসলামী আরবী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর ন্যস্ত রয়েছে। একটি নির্দিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে এই বিশাল দায়িত্ব পালন দুরূহ। তাই জাতীয় শিক্ষানীতিতে একটি অ্যাফিলিয়েটিং ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করা হয়েছে। এছাড়া মাদ্রাসা শিক্ষার উচ্চপর্যায়ে এবং সাধারণ শিক্ষার উচ্চ পর্যায়ের মধ্যে ডিগ্রির সমতা সরকার নির্ণয় করবে বলে শিক্ষানীতির প্রতিবেদনে উল্লেখ রয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মাদ্রাসা শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই শিক্ষার সকল স্তরে সুচারুরূপে পরিচালনা, তদারকি, সাধারণ শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত স্থানীয় জন-তদারকি, পরিবীক্ষণ ও একাডেমিক পরিদর্শনের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। অন্যান্য ধারার মত একই শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীর মাধ্যমে ইবতেদায়ী ও দাখিল পর্যায়ে ইংরেজি, বিজ্ঞান, তথ্যপ্রযুক্তি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার ওপর জোর দেয়া হবে। যাতে শিক্ষার্থীরা দেশে ও বিদেশে নিয়োগের ক্ষেত্রে চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী নিজেকে গড়ে তোলার সুযোগ পায়। এ লক্ষ্যে মাদ্রাসাগুলোতে পর্যায়ক্রমে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার ন্যায় শিক্ষক-প্রশিক্ষণ, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিসাপেক্ষে ল্যাবরেটরি স্থাপন এবং ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ করতে হবে। মাদ্রাসা শিক্ষার ইবতেদায়ী, আলিম স্তরে স্বীকৃতি প্রদান, নবায়ন, ধর্মীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, পরীক্ষা গ্রহণ, সনদ প্রদান ইত্যাদি কাজ সম্পন্ন করার জন্য মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডকে প্রয়োজনের নিরিখে পুনর্গঠন করে আরো সুসংগঠিত ও কার্যকর করার বিষয়টিও রয়েছে জাতীয় শিক্ষানীতির চূড়ান্ত প্রতিবেদনে।